দৈনিক ইনকিলাব
THE DAILY INQILAB
ঢাকা বৃহস্পতিবার, ১৩ কার্তিক ১৪১৭, ২৮ অক্টোবর ২০১০

উন্নয়ন-বান্ধব অর্থনৈতিক অবকাঠামো প্রাসঙ্গিক বিবেচনা

ড. এম আজিজুর রহমান

উন্নয়ন-বান্ধব অবকাঠামো হচ্ছে একটি দেশ ও জাতির অর্থনৈতিকভাবে উৎপাদনশীল অবকাঠামো। উন্নয়ন ও উন্নয়ন-বান্ধব অর্থনৈতিক অবকাঠামো ওতপ্রোতভাবে জড়িত। অর্থনৈতিক অবকাঠামো অনুকূল হলেই উন্নয়ন ও প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিত হয়। অন্য কথায় অর্থনৈতিক অবকাঠামো প্রতিকূল হলে মন্দা ও বেকার সমস্যা সৃষ্টি হয়। প্রবৃদ্ধি ও জীবনমান নিম্ন হয়। অর্থনৈতিক অবকাঠামো বিভিন্ন ধরনের হয়। যেমন- মার্ক্সিম, কম্যুনিজম, সোস্যালিজম, কল্যাণ রাষ্ট্র বা মিশ্র অর্থনীতি, ধনতন্ত্র বা বাজার অর্থনীতি এবং নিয়ন্ত্রিত বাজার অর্থনীতি ইত্যাদি। কার্ল মার্কসের ভবিষ্যদ্বাণী মতে, ধনতন্ত্র বা উন্মুক্ত বাজার, উন্মুক্ত অর্থনৈতিক অবকাঠামো বা সংক্ষেপে বাজার অর্থনীতি একটি সমাজে অভ্যন্তরীণ কলহের সৃষ্টি করে, যা বাজার অর্থনীতিকে একটা ধ্বংসলীলায় পরিণত করবে। অভ্যন্তরীণ কলহের কারণ মূলত দুটি। উদ্যোক্তারা চান কাঁচামাল ও শ্রমিকদের ব্যবহার করে সর্বোচ্চ পর্যায়ে মুনাফা অর্জন করতে এবং উৎপাদনের উপকরণ বিশেষ করে শ্রমিকদের সর্বনিম্ন মজুরি-ভাতা দিতে। সাধারণত মানুষ ও শ্রমিক শ্রেণী মনে করে, প্রাকৃতিক সম্পদ, মূলধন, কাঁচামাল ও উৎপাদনের উপকরণ সবকিছুই আল্লাহ প্রদত্ত প্রকৃতির দান। তারা সবাই এগুলোর মালিকানা দাবি করে। শ্রমিকগোষ্ঠী মনে করেন, একটি কোম্পানি বা খামার কর্তৃক অর্জিত লভ্যাংশের পুরোটা বা বেশিরভাগের অংশীদার শ্রমিক শ্রেণী। উদ্যোক্তা ও শ্রমিক শ্রেণীর ভেতরে এটাই ছিল অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব। কার্ল মার্কসের মতে, এই দ্বন্দ্বের ফলশ্রুতিতে বাজার অর্থনীতি ধ্বংস হয়ে যাবার কথা থাকলেও বাস্তবে তা হয়নি। যার অনেক কারণ। সংক্ষিপ্ত এই প্রবন্ধে সব কারণগুলোর ব্যাখ্যা দেয়া সম্ভব নয়। সংক্ষেপে শুধু বলা যায়, আল্লাহ প্রদত্ত বা সৃষ্টির সেরা মানুষ, মানবসম্পদ, শ্রমিক শ্রেণী, উদ্যোক্তা ইত্যাদি কোন কিছুই ধ্বংস করে মানব সমাজ টিকতে পারে না। ধীরগতিতে হলেও মার্কসবাদী উপরোক্ত তত্ত্বটি বাস্তবতার প্রেক্ষিতে আজ বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছে।

মার্কসিজম-এর সরাসরি প্রয়োগ বা একটু উদার মানসিকতা নিয়ে অবতরণ হয় সাম্যবাদ বা সাম্যবাদী অর্থনৈতিক অবকাঠামো। কমিউনিকেশন অর্থ সাধারণ মানুষ সবাই সমান। শ্রমিক, উদ্যোক্তা ও সাধারণ মানুষ কেউ কারো থেকে আলাদা নয়। সবাই সমান হবার নীতিগত দর্শনটিকে বলা হয় কমিউনিজম। আর কমিউনিজম নামক অর্থনৈতিক অবকাঠামোর আওতায় সম্পদের বা সুখভোগের দাবিদার বা জনগোষ্ঠী বা ব্যক্তিবর্গকে বলা হয় কমিউনিস্ট। কমিউনিস্ট অর্থনৈতিক অবকাঠামো বা সোভিয়েট স্টাইল সেন্ট্রাল প্লানিং সিস্টেমের আওতায় উৎপাদনের উপকরণ এবং বিশেষ করে শিল্পখাতের মূলধন ইত্যাদির মালিকানা ও নিয়ন্ত্রণ থাকবে সরকারের হাতে। এ ধরনের অর্থনীতিতে কেন্দ্রীয় পরিকল্পনার মাধ্যমে একটি দেশের অর্থনৈতিক বৈশিষ্ট্য নির্ধারিত হয়। কেন্দ্রীয়ভাবে রাষ্ট্রীয় সিদ্ধান্তের মাধ্যমে নির্ণয় করা হয় কী কী দ্রব্যসামগ্রী উৎপাদন করা হবে, কার জন্য উৎপাদন করা হবে, কোন পদ্ধতিতে উৎপাদন করা হবে, কে কতটুকু ভোগ করবে, কোনটার কত দাম হবে ইত্যাদি। একটি সমাজের গুরুত্বপূর্ণ প্রায় সব রকমের অর্থনৈতিক বৈশিষ্ট্য নির্ধারিত হয় সরকারের হাতে। রাজনৈতিক দার্শনিকদের সংশ্লিষ্টতায় কট্টরপন্থী সাম্যবাদের (কমিউনিজম) পরে আরো একটি অর্থনৈতিক কাঠামোর উদ্ভাবন হয়, যার নাম সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি বা সোস্যালিজম। সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতিতে একমাত্র শ্রমিক শ্রেণী ছাড়া উৎপাদনের সব ধরনের উপকরণের মালিকানা থাকবে রাষ্ট্র বা একটি সমাজের (কমিউনিটি) হাতে। ধনতান্ত্রিক অর্থনীতির তুলনায় সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতিতে উৎপাদন খাতের মূলধন এবং মূলধনের ওপর ভিত্তি করে অর্জিত মুনাফা অপেক্ষাকৃত সমানভাবে ভোগ করা সম্ভব। সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি হচ্ছে একদিকে উন্মুক্ত বাজার, উন্মুক্ত-অর্থনীতি এবং অন্যদিকে কম্যুনিজম বা সাম্যবাদ অর্থনীতির মাঝামাঝি পর্যায়ের একটি রাজনৈতিক-অর্থনীতি। পুনরায় উল্লেখ্য,. একমাত্র সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতিতে শ্রমিক শ্রেণী ছাড়া উৎপাদনের উপকরণগুলোর মালিকানা থাকবে সরকারের হাতে। উৎপাদন ও আয়ের সুষম বণ্টন, ব্যক্তি ও বাক-স্বাধীনতা, সুষ্ঠ গণতন্ত্র, গণতান্ত্রিক উত্থান ইত্যাদি সবকিছুর গুরুদায়িত্ব ন্যস্ত থাকবে সরকারের ওপর। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে, পূর্ব জার্মান, চেকোশ্লাভিয়া ও পোল্যান্ডসহ বেশ কয়েকটি ইউরোপীয়ান দেশে সমাজতন্ত্র বিরাজ করত, যা এখন আর নেই। উৎপাদন খাতে উৎসাহ-উদ্দীপনার অভাব, অর্থনৈতিক স্থবিরতা, মন্দা ইত্যাদি কারণে বহুদিন পর হলেও ঐসব দেশের জনগণ জীবনমান উন্নয়ন সাপেক্ষে আবার উন্মুক্ত বাজার, উন্মুক্ত অর্থনৈতিক পরিবেশে ফিরে আসতে বাধ্য হয়েছে।

বর্তমান বিশ্বায়নের যুগে বিশ্বব্যাপী এবং ব্যাপকভাবে যে অর্থনৈতিক অবকাঠামো গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছে তার নাম উন্মুক্ত-বাজার, উন্মুক্ত-অর্থনীতি, যে অর্থনীতি মানব জীবনের উন্নয়ন স্বাপেক্ষে করতে পারে সব ধরনের কার্যক্রম। বিশ্বজুড়ে উন্মুক্ত বাজার, উন্মুক্ত অর্থনীতি নাম ও সুনাম অর্জন করেছে। সুনামের ভেতর রয়েছে সমৃদ্ধপ্রাপ্ত উৎপাদনের মান ও পরিমাণ। প্রতিযোগিতামূলক বাজারমূল্যে বা সাশ্রয়ী খরচে দ্রব্য সামগ্রী এবং জীবন চলার পথে মানুষের সর্বোচ্চ সুখ-ভোগের মান ও পরিমাণ ইত্যাদি। কী ধরনের দ্রব্য ও সেবাসামগ্রী উৎপাদন করা হবে, কার জন্য উৎপাদন করা হবে, কোন পদ্ধতিতে উৎপাদন করা হবে ইত্যাদি মানবজীবনের গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তগুলো দক্ষভাবে নির্ধারিত হয় উন্মুক্ত বাজার, উন্মুক্ত অর্থনীতি নামক এক অদৃশ্য বাজার শক্তির হাতে। বাজার অর্থনীতিতে কাঁচামাল, খামার, উদ্যোক্তা, ব্যক্তি-ব্যক্তিবর্গ, ব্যক্তিগোষ্ঠী সর্বোচ্চ পরিমাণ লাভের আশায় উৎপাদন খাতে সর্বোচ্চ বিনিয়োগ করে। ক্রেতা ও বিক্রেতা কাঁচামাল ও উপাদনের উপকরণগুলো ক্রয়-বিক্রয় করবে এবং চলতি বাজার মূল্যে সরবরাহ ও বিক্রয় করবে তাদের উৎপাদিত মানসম্পন্ন দ্রব্যসামগ্রী। ব্যক্তি, পরিবার ও পরিবারবর্গ তাদের নেট-অব-ট্যাক্স ইনকাম যার নাম ডিসপোজিবল ইনকাম ব্যয় করে চলতি বাজার মূল্যে ভোক্তারা তাদের চাহিদা ও ক্রয়-সামগ্রীর পরিমাণ নির্ধারণ করে। স্বাভাবিকভাবেই উন্মুক্ত বাজার, উন্মুক্ত অর্থনীতিতে অনেক ক্রেতা ও বিক্রেতা থাকে। দ্রব্যসামগ্রীর মান ও পরিমাণ হয় তথ্যবহুল যার সম্বন্ধে ক্রেতা ও ভোক্তাগোষ্ঠী অবহিত থাকে। ক্রয়-বিক্রয়, ব্যবসা করা না করা ইত্যাদির পূর্ণ স্বাধীনতা বিরাজ করে এবং প্রত্যাশিত প্রতিযোগিতা বা পূর্ণ প্রতিযোগিতা, দ্রব্যসামগ্রীর গুণগত মান, সঠিক পরিমাণ ইত্যাদির সুষ্ঠ পরিবেশ বিরাজ করায় মানুষ সাশ্রয়ীমূল্যে মানসম্পন্ন দ্রব্যাদি ক্রয় করতে পারে। তাই বলা হয় উন্মুক্ত বাজার, উন্মুক্ত অর্থনীতি এবং সংশ্লিষ্ট পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারের বৈশিষ্ট্য, ক্রেতা ও বিক্রেতাকে তৃপ্ত করতে পারে।

উন্মুক্ত বাজার উন্মুক্ত অর্থনীতিতে যে শক্তিটি উন্নয়নের ঘোড়ার মত কাজ করে তাকে বলা হয় বাজার অর্থনীতির অদৃশ্য শক্তি। বাজার অর্থনীতি স্বয়ংক্রিয়ভাবে প্রতিযোগিতামূলক পরিবেশ বাজারের কোন জিনিসের চাহিদা ও সরবরাহ, ক্রেতা, বিক্রেতার মাঝে একটি ভারসাম্যতার সৃষ্টি করে, যে ভারসাম্যতার বলে সমাজের সামগ্রিক চাহিদা ও সরবরাহের ভারসাম্য এবং বাজারমূল্য নির্ধারিত হয়। বাজারের এই শক্তিটি ব্যক্তিগতভাবে কোন ক্রেতা বা বিক্রেতা প্রভাবিত করতে পারে না, বরং সমাজের সব ক্রেতা ও বিক্রেতা অংশগ্রহণের মাধ্যমেই নির্ধারিত হয়। উন্মুক্ত বাজারে সুষ্ঠ নিয়ন্ত্রণের অভাবে উদ্ভূত নেতিবাচক দিক হল অপূর্ণ প্রতিযোগিতা, একচেটিয়া বাজার, বাজার মূল্যের ঊর্ধ্বগতি, দ্রব্যাদির নিম্নমান, নেগেটিভ এক্সটারনালিটি, যেমন পানি, বায়ু ও আবহাওয়া দূষিতকরণ এবং ব্যক্তিগত উদ্যোগে রাস্তাঘাট, ব্রিজ, কালভার্টসহ ইত্যাদি জাতীয় মূলধন গঠনে সুযোগ ও পরিবেশের অপ্রতুলতা ইত্যাদি। তাই আরো একটি অর্থনৈতিক কাঠামো আবিষ্কৃত হয় যার নাম মিশ্র অর্থনীতি। মিশ্র অর্থনীতিতে সরকারী হস্তক্ষেপ ও উন্মুক্ত বাজার অর্থনীতির বৈশিষ্ট্যগুলোর ভেতরে সংশ্লিষ্টতা বিদ্যমান। যেকোন অর্থনৈতিক অবকাঠামোর আওতায় সরকারী হস্তক্ষেপ যেমন কর আরোপ, বাজেট ঘাটতি, মুদ্রানীতি, রাজস্বনীতি, সরকারী আয়-ব্যয়ের ভারসাম্য রক্ষা ইত্যাদি বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। প্রয়োজনের মাফিক একটি অর্থনীতির প্রবৃদ্ধিসাপেক্ষে অর্থনৈতিক সম্প্রসারণ, বেকার সমস্যা দূরীকরণ, মুদ্রানীতি, সুদের হার ও ঋণ নিয়ন্ত্রণ এবং বাজারমূল্য ও মুদ্রাস্ফীতি স্থতিশীলতা ও মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি সংশ্লিষ্ট গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রণে সরকারী হস্তক্ষেপের প্রয়োজন হয়। সম্প্রসারিত বা সংকুচিত অর্থনৈতিক নীতিনির্ধারণ বা মুদ্রা ও রাজস্বনীতি নির্ধারণের গুরুদায়িত্ব সরকারকেই বহন করতে হয়। সংক্ষেপে ও বাস্তব অর্থে Mixed economy is very much a practicable environment than the other kind of economic infrastructure as discussed above

। বিগত শতাধিক বছর আগে আমেরিকা, ইউরোপসহ বিভিন্ন পশ্চিমাদেশের সমাজতান্ত্রিক চিন্তাবিদরা আয়ের সুষম বণ্টন ও দারিদ্র্যবিমোচন উপলক্ষে তাদের নিজ নিজ দেশের সরকারের ওপর বিশেষভাবে চাপ দেয়। অত্র প্রস্তাবনা গ্রহণযোগ্যতা পেয়ে একটি নতুন ধরনের অর্থনৈতিক অবকাঠামো আবিষ্কৃত হয় যার নাম ওয়েলফেয়ার স্টেট। (A concept of mixed economy). According to the Welfare State, the open market will direct the activity of economic life and the government will regulate the social conditions and will provide different kinds of social welfare benefit including pension, health-care and the others relating to the social safety-net, which is precisely called a system of Welfare State.

নিয়ন্ত্রিত বাজার অর্থনীতির আওতায় সরকার, ব্যক্তিবর্গ ও উৎপাদনখাতে ভর্তুকি দিবে, সাশ্রয়ী খরচে ঋণের ব্যবস্থা করবে এবং ঋণ ও সংশ্লিষ্ট অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের ব্যবস্থা করবে যার মাধ্যম উৎপাদক, উদ্যোক্তা ও ভোক্তা গোষ্ঠীর সুখ-শান্তি সর্বোচ্চ পর্যায়ে নেয়া সম্ভব হবে। এরূপ বাজার অর্থনীতিকে বলা হয় নিয়ন্ত্রিত ধনতন্ত্র বা Corony capitalism।

লেখক : ভাইস চ্যান্সেলর, উত্তরা ইউনিভার্সিটি।

> *উন্নয়ন ও উন্নয়ন-বান্ধব অর্থনৈতিক অবকাঠামো ওতপ্রোতভাবে জড়িত। অর্থনৈতিক অবকাঠামো অনুকূল হলেই উন্নয়ন ও প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিত হয়। অন্য কথায় অর্থনৈতিক অবকাঠামো প্রতিকূল হলে মন্দা ও বেকার সমস্যা সৃষ্টি হয়। প্রবৃদ্ধি ও জীবনমান নিম্ন হয়।*